০৪-০৮-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অলৌকিক (বেহদের) জগতের এই অবিনাশী লীলারূপী নাটককে তো তোমরা জানো। তোমরাই এই নাটকের হিরো পার্টধারী। স্বয়ং বাবা এসে তোমাদেরকে এখনই জাগিয়ে তুলছেন"

প্রশ্নঃ- বাবার আদেশ (ফরমান) কি ? - যা পালন করলে বিকাররূপী অসুখের হাত থেকে বাঁচতে পারবে তোমরা ?

উত্তর :- বাবার আদেশ হল - সর্বাগ্রে ৭-দিনের যোগ-ভাট্টীতে বসো। ৫-বিকারে আক্রান্ত আত্মা যখন কেউ তোমার কাছে আসবে, তাকে বলবে: আমাকে ৭-দিন সময় দিতে হবে। কমপক্ষে ৭-দিন সময় তো দাও, যাতে তোমাকে বোঝাতে পারি যে, ৫-বিকারের রোগ কিভাবে ঝেড়ে ফেলতে হয়। বেশী প্রশ্ন-উত্তর করা আত্মাকে তুমি বলতে পারো: আগে এই ৭-দিনের কোর্স তো করো।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ .....

ওঁম্ শান্তি ! গীতের মাধ্যমে বাচ্চারা বাবার মহিমা শুনলে। এই যে বেহদের লীলারূপী নাটক, যে লীলার আদি-মধ্য-অন্তকে কেবল তোমরাই জানো। জগতের লোকেরা ভাবে যে ঈশ্বরের মায়া অপরম-অপার। কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে এখন জাগ্রত হয়েছে, বেহদের এই লীলারূপী নাটক তোমাদের সম্পূর্ণ ভাবেই জানা আছে। বাবা যেমন যথার্থ ভাবে বুঝিয়ে থাকেন, বাচ্চারা কিন্তু ততটাই বুঝতে পারে, যার যেমন পুরুষার্থ -সেই ক্রমানুসারে। জগতের লোকেরাও তাদের পিছনে অনুগামী হয় সেই অনুসারেই। তোমরা যেমন বেহদের নাটককে বোঝো, দুনিয়ার লোকেরা কিন্তু তা জানেই না। তাই তো এমন বলা হয়ে থাকে, মানুষেরা কুম্ভকরণের মতন আসুরী নিদ্রায় নিদ্রিত। কিন্তু এখন তো জ্ঞানের আলোয় আলোকিত, অতএব ওঠো-জাগো। তবুও তারা সব ঘুমিয়ে আছে এখনও। তাই তোমাদের এখন যথার্থ পুরুষার্থ করতে হবে। যেহেতু এখনও লোকেরা বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তারা যেন এমন কথা আর বলতে না পারে। এ বিষয়ে নিজের মনেই চিন্তন করতে হবে। আমরা আত্মারা তো বাবার সাক্ষাৎ পেয়েছি, ফলে বেহদ নাটক অনুসারে আলোর দিশাও দেখেছি। যে নাটকের প্রধান ভূমিকায়, নির্দেশনায় ও রচনায় স্বয়ং বাবা। তোমরা তাদেরকে প্রশ্ন করতে পারো, এই বেহদের নাটকে মুখ্য ভূমিকায় কে বা কারা ! শাস্ত্রে লেখা হয়েছে - কৌরব সেনাদের মধ্যে প্রধান কে আর পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে প্রধান কে। কিন্তু এসব যে বেহদের কথা। তোমাদের জানতে হবে- মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থুলবতনের আদি-মধ্য-অন্তের ব্যাপারটাও। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর কর্ম-কর্তব্যের পার্ট তো এই স্থূলবতনেই চলে। তোমাদের মূল লক্ষ্য হল বিষ্ণু রূপ । যাতে তোমরা তেমন পদের অধিকারী হতে পারো। লোকেরা স্তুতিতেও এমনটাই বলে, ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, তারপর তারাই বলে -শিব পরমাত্মায় নমঃ। শিবকে আবার নিরাকারও বলা হয়। ওঁনাকে যেখান পরমপিতা-পরমাত্মা বলা হয়, সেই হিসেবে উনি তো (আত্মাদের) পিতাই হলেন - তাই না! কিন্তু কেবলমাত্র পরমাত্মা বললে পিতা শব্দটার সেই অর্থই থাকে না। যদি তাই হতো, তবে তো আর সর্ব ক্ষেত্রে ওঁনার অস্তিত্ব বলার ভুল করত না। এর জন্যই তো বাবা বলেন, জগতের লোকেরা কত অবুঝ। যেমন তোমরাও শুরুতে তেমন বুঝতে না। বাবা এসেই পতিত-পাপীদের পবিত্র-পাবন, পুন্যবান বানান-এটাও অন্যদের জানা নেই। যেখানে বাচ্চারা তোমরা এখন কত সুন্দর বুঝদার হয়েছ। তাই তো আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত

সবকিছুই তোমরা জানতে পেরেছ। যে নাটকের শুরু থেকেই দেখতে বসবে, সে তো নাটকের আদি-মধ্য-অন্তকেও অবশ্যই দেখবে এবং তার বুদ্ধিতেও তা থাকবে, যা যা সে দেখেছে। আবারও যদি তার দেখার আগ্রহ জাগে, তবে সে তা দেখতেও পারবে। এ তো গেল এই সসীম (হদের) জগতের নাটকের কথা। আর তোমাদের তো বেহদ-জগতের নাটককের জ্ঞানও জানা আছে। যার প্রালব্ধ পাও সত্যযুগে। তারপর অবশ্য এই নাটককে ভুলেও যাও। যা আবারও সময়ানুসারে এই জ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটে। যথেষ্ট যুক্তি সহকারে এসব বুঝতে হবে। তবে তার জন্য যুক্তি-তক্কো বা প্রশ্নাদির প্রয়োজন নেই। যদিও ভাট্টীর জন্য ৭-দিনের কথা বলা হয়, কিন্তু সেই ৭-দিনই ভাট্টীতে বসানোই যেন খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। অন্যেরা যা শুনেই ঘাবড়ে যায়। যদিও তাদেরকে বোঝানো হয় - এসব বলার পিছনে কারণটা কি। যেহেতু অর্দ্ধ-কল্প ধরে সবাই বিকাররূপী ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত। জানাতে হবে - বিকাররূপী ৫ ভূতের দ্বারা যেহেতু তোমরা আক্রান্ত হয়ে আছ, তাই তোমাদের এত কষ্ট-দুঃখ ও যন্ত্রনা। এই ভয়ানক যন্ত্রনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তাই তোমাদের কিছু নিয়ম ও যুক্তি জানাচ্ছি। একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে পারলে, চিরতরের জন্যই তোমাদের রোগ-শোক-দুঃখের অবসান ঘটবে। এ যে বাবারই আদেশ - ৭ দিন যোগের ভাট্টীতে বসতে হবে। ৭ দিন রোজ ভগবৎ-গীতা বিশেষ ভাবে পড়ে, তা অনুধাবন করতে হবে। যেহেতু এটা যোগের ভাট্টী, তাই সবার একসাথে বসা চলে না এখানে। একে অপরের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে, কেউ এখানে তো কেউ ওখানে, এ ভাবেই বসতে হয়। যতই তোমার উন্নতি হতে থাকবে, ততই বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। যেহেতু, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের শাখা-প্রশাখা এই ভাট্টী। যেভাবে লোকেরা বাবাকে অনেক নামেই ডেকে থাকে, তেমনি এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞেরও অনেক বিভিন্ন নাম রেখেছে তারাই। কিন্তু তোমরা তো জানো - রুদ্র কেবল তিনি, যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। রাজস্ব অশ্বমেধ অর্থাৎ এই দেহরূপী রথকে এই যজ্ঞে স্বাহা করতে হয়। (দেহ-অভিমানকে ভুলে যেতে হয়) যখন কেবল আত্মিক ভাবটাই থাকে। সবারই শরীরের ভাবকে স্বাহা করতে হয় অর্থাৎ বিসর্জন দিতে হয়। ঠিক দোলের পূর্বে যেমন হোলীকা উৎসবে সব আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হয়। বিনাশ কালে তো সবার শরীরই এই যজ্ঞে স্বাহা হবেই। তখন তো প্রত্যেকের শরীরকেই আহুতি দিতে হবে। কিন্তু তোমরা তো তার পূর্বেই বাবার আশীর্ব্বাদী-বর্সার অধিকারী হয়ে যাও।

যেতে তো হবে সকলকেই। রাবণের রাজত্বে কত বিশাল পরিবার। কিন্তু তোমাদের এই দৈবী পরিবার কত ছোট, যেখানে আসুরী পরিবার এত বিশাল বড়। তাদের মধ্যে থেকে কেউ দেবতা হতে পারবে না। যারা অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে, তারা আবার সেখান থেকে বেড়িয়ে আসবে। পরমপিতা-পরমাত্মা স্বয়ং ব্রহ্মা মুখ-কমল দ্বারা মুখ-বংশাবলী (পোষ্য) ব্রাহ্মণের রচনা করান। শিববাবা আবার এও জানাচ্ছেন, সর্বাগ্রে তিনি কাউকে (ব্রহ্মাকে) স্ত্রী হিসাবে পোষ্য নেন, তারপর তার দ্বারাই রচনা রচিত করান । কিন্তু অন্যেরা তো গর্ভের সাহায্যে তা করায় - অর্থাৎ যা কুখ বংশাবলী। কিন্তু (শিবের) এই রচনা তো মুখ-বংশাবলীর (পোষ্য)। তাই তোমরাই শ্রেষ্ট, যেহেতু তোমাদের উন্নতি সাধন হয়। তোমাদের কেবল এই এক বাবাকেই স্মরণ করতে হয়, কারণ ব্রাহ্মণদের তো তাদের বাবার কাছে যেতেই হয়।

তোমরা জেনেছ নিজেদের ঘরে (শান্তিধামে) ফিরে গিয়ে আবার সত্যযুগে এসে সুখের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে হবে। যদিও অনেকেই একথা বোঝে, তবুও তারা ৭-দিন সময়ও দিতে চায় না। তখন বুঝবে, তারা আদৌ এই গোষ্ঠীর অনন্য কেউ নয়। এই গোষ্ঠীর বিশেষ অনন্য কেউ

হলে, অবশ্যই তার খুব ভাল লাগবে। কেউ কেউ আবার ৫, ৮ বা ১৫-দিনও টিঁকে যায়। কিন্তু সঙ্গী-সাথী না পাওয়ার কারণে সে হারিয়েও যায়। বিনাশ যখন একেবারে দোরগোড়ায় উপস্থিত হবে, তখন আবার তাদের সবাইকে ফিরে আসতেই হবে। এদিকে রাজধানীও স্থাপন হবে । পূর্ব কল্পে যারা যেমন গতিতে পুরুষার্থ করে ক্রমিক অনুসারে যারা যে পদের অধিকারী হয়েছিল, এই কল্পেও তারা তেমনটি পুরুষার্থই করবে। তোমাদের বুদ্ধিতেও তা রয়েছে । পুরুষার্থ অনুসারেই তোমরা বাবার থেকে ততটাই আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাক। তোমরা যত বেশী করে স্মরণের পুরুষার্থ করবে, ততই কর্মাতীত অবস্থার দিকে এগোতে পারবে আর ততই উচ্চ-পদের অধিকারীও হতে পারবে।

এই সৃষ্টির দুনিয়া তো শুরুতে সতোপ্রধানই ছিল- যার এখন এত তমোপ্রধান অবস্থা। বলা হয় ভারতই সব চেয়ে পুরানো দেশ ছিল। তোমরা জেনেছ, পূর্বে তোমরা দেবতাই ছিলে, আবার সেই তোমরাই এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্য পার করে এসেছ। তাই তো এখন আবার বাবার কাছে এসেছ ওঁনার আশীর্ব্বাদী-বর্সা নিতে। বাবা স্বয়ং এসেছেন তোমাদের পবিত্র-পাবন বানাতে। আর রাবণ, সে তো কেবল পতিত বানাতেই পারে। তোমরাই (বি.কে-রা) বেহদের সর্বপ্রকার কর্ম-কর্তব্যের নজর-কাড়া অভিনেতা। সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশী ..... হয়ে, কল্পের চক্রে এখন আবার ব্রাহ্মণ বর্ণে উপনীত হয়েছ। ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই প্রয়োজন। যেহেতু ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বোচ্চ শিখরে, যার নিদর্শণ স্বরূপ এই জগতের লোকেরা তাদের মাথায় টিকি রাখে। অবশ্য দেবতা ধর্মও খুবই উন্নত। এসব তোমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই আছে। তোমরাই এই বেহদ নাটকের সর্ব বিষয় অভিনয়ের দক্ষ অভিনেতা। তাই এই দৈবীকূলের বিস্তার কেবল ভারতেই হয়। যার প্রধান বিষ্ণুকেই দেখানো হয়। অথচ শাস্ত্রে সেখানে শিববাবা আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণকূলকেই বাদ দিয়ে দিয়েছে। যা দেখানোই হয় না। তোমাদের বুদ্ধিতে কিন্তু পুরো ৮৪-জন্মের রহস্যটাই গাঁথা আছে। তোমরাই তা জানো, তোমরা নিজেরা কত জন্ম পাও আর অন্যান্য ধর্মের আত্মারা কারা কত জন্ম পায়। সবাই তো আর একই রকম জন্মলাভ করে না। (শান্তিধাম থেকে) যারা পরে আসে তাদের জন্মও তো কম হবে। যারা কল্পের শুরুতেই আসে, কেবল তারাই ৮৪ জন্ম পায়। সবাই তো আর সূর্যবংশীতে আসবে না। এরও একটা হিসেব আছে, যাকে বিস্তার বা ডিটেল বলা হয়। অনেক বাচ্চা তা আবার ভুলেও যায়। যেমন স্কুলেও তো প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় গ্রেডের শিক্ষার্থী হয়। আর শিক্ষকদেরও সু-নজর থাকে প্রথম গ্রেডের শিক্ষার্থীর উপর। তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও জ্ঞান-আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। কিন্তু অতসব বিস্তারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই তোমাদের। লোকেদের কেবল প্রধান প্রধান ধর্মগুলিকেই বোঝাবে তোমরা। সম্পূর্ণ নাটকের লীলা বুদ্ধিতে আছে বলেই তোমরা জানো যে এখন তো ঘরে ফেরার পালা। যদি আমরা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছোতে পারি, তবেই তো সত্যযুগের অধিকারী হতে পারবো। একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে পারলেই আমাদের আত্মা পবিত্র হতে পারবে আর তারপরে তো আত্মা তার পবিত্র পোষাকও পেয়ে যাবে। এই ভাবেই বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা সত্যযুগে পৌঁছে যাবে। তাই তোমাদের যোগের তাপটাও মাঝেমধ্যে চেক করে দেখতে হবে। তাপমাত্রার পারদ যত উপরের দিকে উঠতে থাকবে, তোমাদের খুশীর পারদও ততই বাড়তে থাকবে। আবার যোগের পারদ যখন নীচের দিকে নামবে, খুশীর পারদও তখন নীচে চলে আসবে। যেমন তোমারা সতোপ্রধান অবস্থা থেকে এখন তমোপ্রধান হয়ে পড়েছ। বাবা এখন তোমাদেরকে সেগুলিই ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন, কিন্তু মায়া বার বার তোমাদেরকে তা থেকে ভুলিয়ে দেয়। এটাই যে মায়ার সাথে তোমাদের অদৃশ্য-যুদ্ধ। অনেকে আবার মায়ার বশবর্তী হয়েও পড়ে। অবশ্য সৎ-হৃদয়ের আত্মার সব প্রচেষ্টাতেই বাবা সহযোগী হয়। (সষ্ঠী দিল পর সাহেব রাজী) কত অবলারা হৃদয়

থেকে বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। তারা এমনও প্রতিজ্ঞা করে, আর কখনও তারা কোনো প্রকার বিকারের মধ্যে যাবে না। কিন্তু তবুও তাদের অনেক বিঘ্ন আসে। প্রদর্শনী-গুলিতেও কত প্রকারের বিঘ্ন আসে। কেউ কেউ নেশা-ভাঙ করে একগুঁয়ে হয়েও আসে। তাই সে সবও তোমাদের সামলাতে হবে। আজকাল যে মানুষের স্বভাব-চরিত্র খুবই খারাপ হয়ে গেছে। যেহেতু এখন পঞ্চায়েতী পাঁচ-মিশালী (অনেকের দ্বারা পরিচালিত) রাজত্ব চলছে। এরপর যখন সত্যযুগ আসে, তখন স্বর্গ-রাজ্যে থাকে ১০০% ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, বিধিসঙ্গত- যুক্তিগ্রাহ্য, দৈবী সরকার। তাই সেখানকার উপযুক্ত হবার লক্ষ্যে তোমাদের যথেষ্ট পুরুষার্থ করতে হবে। তা বোঝাবার জন্য চিত্রও তো অনেক বনানো হয়। কিন্তু চিত্র এমন বড় বানাতে হবে, যাতে অনেক দূর থেকেই তা পড়তে পারে। যা নিজে বুঝে অপরকে বোঝাবার ব্যাপারও আছে। যাতে লোকেরা বুঝতে পারে, তারাও একদা সেই স্বর্গেরই বাসিন্দা ছিল, অথচ এখন নরকবাসী হয়েছে। অতএব আবার পবিত্র হতে হবে। অবিনাশী নাটকের রহস্যকেও সেভাবে বোঝাতে হবে, এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে এবং তা ঘুরে আসতে কত সময় লাগে। যে তোমরাই একদা সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলে, সেখানে আজ একেবারেই দরিদ্র কাঙালে পরিণত হয়েছ। যা একেবারে রাত-দিনের তফাৎ। বিকর্ম করলে তার (কর্মের) ফল তো অবশ্যই ভুগতে হয়। কিন্তু সে যাই হোক্, বাবা এখন এসেছেন, তোমাদের কর্মাতীত অবস্থায় আনার জন্য। এই ভারত পূর্বে কত উন্নত ছিল, আর আজ তার কি করুণ অবস্থা। এরপর তো যুদ্ধের দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়াই ভষ্মীভূত হবে। বাচ্চারা, তোমরা তো তা জানো। তাই বাবা বলছেন, খুব বেশী করে পুরুষার্থ করো যাতে মহারাজা-মহারাণী হয়ে দেখাতে পারো। চিত্রগুলিকে খুব ভালভাবে বুঝতে হবে আর অন্যদেরকেও তা বোঝাতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে যেন থাকে, পূর্বে তোমরা কত উন্নত ছিলে, সেখানে আজ তোমাদের কত অধঃপতন হয়েছে। যাদের আরও অধিক পতন হয়েছে, তারা আবার তোমাদের কাছে আসবে। গণিকাদের, অহল্যাদেরও নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন করাতে হবে। তাদের উন্নয়ন করাতে পারলেই তোমাদের ভাব-মূর্তিও উজ্জ্বল হবে। এখনও পর্যন্ত এই সহজ-সরল কথাটাই কারও বুদ্ধিতে ঢোকে না। দিল্লী থেকেই তার ঘোষণা হওয়া উচিত। তবেই তোমাদের নাম মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু মনে হচ্ছে তা হতে এখনও কিছু সময় লাগবে। বাবা স্বয়ং এসে এইসব অবলাদের, গণিকাদের কত উন্নত করান। যারা একেবারেই নির্বোধ পাথর বুদ্ধির ছিল। এদের উদ্ধার করে উন্নত করতে পারলেই, তোমাদের নামও উজ্জ্বল হবে। বাবা বলছেন, এখনও পর্যন্ত তোমাদের আত্মা রজোগুণ পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা এখন আবার সতোগুণ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। তাই তোমরা তেমন কিছু করে দেখাও। বাচ্চারা, তোমাদের তো আরও অনেক বেশী সেবা করতে হবে। কিন্তু সেই লক্ষ্যে চলতে চলতে কোনও না কোনও গ্রহের দশা লেগেই যায়। কিছু পেতে গেলে, তখনই গ্রহের দশা লাগে। মায়া বিল্লী একেবারে বেহুঁশ করে দেয়। ঠিক যেন গুল-বাকাবলী (টম আর জেরি)-র খেলা। বাচ্চারা, তোমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারো, কে বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনে স্থান করে নিতে পারে। এতে সংশয়ের কোনও ব্যাপার নেই। কেউ কেউ বলেও - তা কি করে সম্ভব ? বাবা বলেন - আরে, তোমরা সাক্ষীভাবে তা দেখ । অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্যে যেমনটি খোঁদিত আছে, সেই অনুসারেই তো সে তেমন কর্ম-কর্তব্য করবে। তবুও কেউ কেউ নাটকের মূল চিত্রাঙ্কণের রেললাইন থেকে পড়ে যায়। কিন্তু যে নাটককে সেভাবে বুঝতে পারে, সে কখনও পড়ে যায় না। তাই তোমরা কেন লাইন থেকে বেলাইন হয়ে পড়ে যাবে। নাটক যেভাবে রচিত আছে, সেসব তো ঘটবেই। ভারতে হাজার হাজার মানুষের সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু তাতে কি ? তখন কি এইসব আত্মারা শরীর থেকে বেড়িয়ে আসে ? - না। নাটকের এই লীলা-খেলাকেই বুঝতে হবে, যাতে এতে কোনও প্রকারের সংশয় না আসে। কত প্রকারের সংশয়ের কারণে এখানে এসে তারপরেও অনেকেই

এই অমূল্য পাঠ পড়া ছেড়ে চলে যায়। তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করে। অতএব কোনও কারণেই মনে সংশয়বুদ্ধি আসা উচিত নয়। একবার যখন বাবার বাচ্চা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছ এবং বাবাকেও জেনেছ, তবে কেন বাবার বিষয়ে সংশয় আসবে। বাচ্চারা, তোমরা তো জানোই, তোমরা পতিত-পাবন বাবার কাছেই আসো পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে। তাই তো বাবার এত মহিমা করা হয়, পতিত-পাবন এসে পতিতদের পবিত্র বানাবে। যারা তা হতে পারবে কেবল তারাই সেই পবিত্র দুনিয়ায় যেমন যেতে পারবে, তেমনি অমরও হতে পারবে। আর যারা পবিত্র হবে না, তারা অমর হতে পারবে না। তোমরাই সেই অমর দুনিয়ার মালিক হও। বাবা তোমাদের কত উচ্চ-স্তরের আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। আর এমন ভাবে পবিত্র হতে হবে, যাতে আগামী ২১-জন্ম সেই পবিত্রতা রক্ষা পায়। সন্ন্যাসীদের জন্ম তো বিকারের দ্বারাই হয়, তাই তারা অমরপুরীর যোগ্য বিবেচিত হন না। কিন্তু বাবা তোমাদেরকে অমরপুরীর উপযুক্ত করে তোলেন। এই অমরকথা তোমাদের অর্থাৎ পার্বতীদের শোনাচ্ছেন, অমরনাথ বাবা অর্থাৎ শিববাবা। বাচ্চারা এসেছে তাদের বেহদের বাবার কাছে। অতএব আশীর্ব্বাদী-বর্সা তো অবশ্যই নেবে তোমরা। এই সাগরের কাছে আসার উদ্দেশ্যই হল (জ্ঞান-ধনে) রিফ্রেশ (সতেজ-তরতাজা) হওয়ার লক্ষ্যে। পরবর্তীতে যাতে বাবার মতন গুণধারী হতে পারো। অতএব এটাই বাচ্চাদের প্রকৃত কর্ম-কর্তব্য- তাই না ? আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণে ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনও ব্যাপারেই সংশয়ে আসবে না। সাক্ষীভাবে নাটককে দেখতে হবে। কখনই নিজের কর্মফলের খাতাকে নষ্ট করবে না।

২) কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সম্পূর্ণভাবে যোগে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। আন্তরিকতার সহিত বাবাকে স্মরণ করবে। নিজের স্থিতির তাপমাত্রা নিজেকেই চেক করতে হবে।

বরদান :- সম্পন্নতার আধারে সন্তুষ্টতার অনুভব করতে পারা সদা তৃপ্ত আত্মা হও

বিস্তার :- যে সর্বদা সন্তুষ্টির সম্পন্নতাতে ভরপুর থাকে, সে তৃপ্ত আত্মা। যতই কেউ যত চেষ্টাই করুক বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করুক অসুন্তুষ্ট করবার জন্য, কিন্তু সন্তুষ্ট-সম্পন্ন তৃপ্ত আত্মা সেই অসন্তুষ্টতা সৃষ্টিকারীকে সন্তুষ্টতার গুণের সহযোগ দেবে। এমন আত্মারা ক্ষমাশীল হয়ে শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার দ্বারা সেই আত্মাকে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা করবে। এটাই ঈশ্বরীয় গুণধারী উন্নত আত্মার শ্রেষ্ঠ কর্ম।

স্লোগান :- স্মরণ আর সেবার ডবল তালা লাগাতে পারলে মায়া প্রবেশ করতে পারে না।